সবাই যা দেখে

ছাত্র রাজনীতি আমাদের অনেক দিয়েছে এবার বন্ধ হোক

আবদুল মান্নান খান

| ঢাকা , সোমবার, ১৪ অক্টোবর ২০১৯

ছাত্র রাজনীতি অনেক দিয়েছে আমাদের। মাতৃভাষা রক্ষার জন্য ভাষা আন্দোলন আর স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধÑএর চেয়ে বড় কোন কিছু আমাদের জাতীয় জীবনে ঘটেনি আর ঘটবেও না। এ দুটো ক্ষেত্রেই রয়েছে ছাত্র রাজনীতির অসীম অবদান। রয়েছে ঐতিহ্যের আলো। ভাষাশহীদ সালাম রফিক বরকত জব্বারসহ যারা শহীদ হয়েছেন মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের এবং অন্যান্য ভাষাসৈনিকদের চিরকালই এ জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। অমর একুশে কখনও ম্লান হবে না। শহীদ মিনার কখনও মাথা নিচু করবে না। তেমন স্বাধীনতা সংগ্রামে তথা মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন নানাভাবে অবদান রেখেছেন তারা সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন চিরকাল। মাথা উঁচু করে চিরকাল জাগরূক রইবে জাতীয় স্মৃতিসৌধ, কথা বলে যাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

তারপরও যেটা বলতে চাচ্ছি, কোন দেশই এখন আর বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয়। বাংলাদেশও না।

সবাইর এখন সবার প্রয়োজন। আর এজন্য চলছে বিশ্বব্যাপী বিদ্যাবুদ্ধির প্রতিযোগিতা। আমরা লেখাপড়ার দিক থেকে পিছিয়ে থাকব আর বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলব তা হয় না। চলতে গেলেও সেটা বেমানান দেখায়। মানের দিক দিয়ে আমরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে আছি একথা কে না বলছে। স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পার করে এসেও একথা আমাদের শুনতে হচ্ছে। তা সে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোথায় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সেরা বিদ্যাপীঠ। আমাদের গর্ব আমাদের ঐতিহ্য। এখনও এখানে কেউ পড়ে শুনলে আমরা একবার প্রসন্ন দৃষ্টিতে ফিরে তাকায় ভাবি ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালো করছে। আর বুয়েট আইবিএ হলে তো কথায় নেই, সে লাখে একটা। এক সময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে পড়–য়ারা বাইরের জগতে মেধার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিল বলেই তো সেটা সম্ভব হয়েছিল। হতে পারে সেটা যুক্তিতকের, হতে পারে সেটা গবেষণালব্ধ প্রকাশনায়। হতে পারে সেটা নানা আঙ্গিকের সফলতায়। আর সে সফলতার দ্বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়েছিল সবার জন্য। এখন বিশ্ব বাদ দিলাম এশিয়ার মধ্যে ভালোমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নামের তালিকায় সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেই। কোথায় গেল সে সুনাম। কীভাবে নষ্ট হলো কেন হলোÑভেবে দেখার সময় এসেছে। আমাদের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথা আর এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না। দেখছি আজকাল

অনেকে এ নিয়ে কথা বলছেন । খুব ভালো কথা, কারণ জানতে পারলে সমাধানের পথও পাওয়া যাবে। এজন্য কাকে দায়ী করবেন। শিক্ষার্থীরা এর জন্য কোন অবস্থায় দায়ী নয়। তারা পরিস্থিতির শিকার। নাম করা নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয় কাকে বলা যাবে, যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা সুনামের সঙ্গে ভালো লেখাপড়া করে বেরিয়ে আসবে দেশে-বিদেশে কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখবে তাকেই ভালো বলবেন নাকি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশের রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করবে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে তাকে বলবেন? ক্ষমতাসীন দলের বাইরের কোন দলের ছাত্রসংগঠনের শিক্ষার্থীদের হলে উঠতে দেবে না শুধু না পিটিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়া করে দেবে, ভিন্নমতের শিক্ষার্থীদের জীবন রাখা দায় করে দেবে, প্রতিপক্ষকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কানাখোড়া করে দেবে, হাত-পা ভেঙে ছাদ থেকে ফেলে দেবে, চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজির কাড়ি কাড়ি টাকা ভাগবাটোয়ারা করে নেবে তাকে বলবেন? এই যে কিছু শিক্ষার্থী লেখাপড়া করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে এরকম কাজগুলো করতে পারছে, কেন পারছে। পারছে, কারণ তাদের পেছনে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল রয়েছে। রাজনৈতিক শক্তি পেছনে থাকা মানে কী ভয়ানক লাইসেন্স তাদের হাতে থাকা; যা ইচ্ছা তাই করতে পারে তারা। ব্যক্তি নয় এসব কাজে সমষ্টি দায়ী। এ অবস্থা চলতে পারে না। চলতে দেয়া যায় না।

বলোছ, এ জামানায় কোন দেশই বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয়। সবাইর সবার প্রয়োজন। অন্য দেশের কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে কী হয়। সেখানকার শিক্ষার্থীরা কী ধরনের রাজনীতি করে। পার্শ্ববর্তী গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে কী করে তা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের রাজনীতিবিদরা। বলতে চাচ্ছি জানা যদি না থাকে তবে একটু খোঁজখবর করুন। দেখুন তারা কী করছে। কেননা সময় এসেছে ভেবে দেখারÑ ছাত্র রাজনীতি থাকবে কী থাকবে না। আমার দেশের মতো যদি আরও পাঁচটা দেশে ছাত্র রাজনীতি এরকম থাকে, তাহলে আমাদেরও থাকতে হবে করার কিছু নেই। এককালে ছাত্ররা বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে অবস্থান করত। আবার এককালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব যেমন প্রধান কে হবেন এমন সব কাজ ছাত্ররাই ঠিক করে দিত। আর যদি দেখা যায় আমাদের মতো আর কোন দেশে ছাত্র রাজনীতি নেই, আমরা সবার থেকে বিচ্ছিন্ন তাহলে আমাদেরও এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর যদি এমন মনে করা হয় যে, আমরা যেটা করছি এটাই সেরা এবং এটা সারা দুনিয়াই ছাত্র রাজনীতির রোল মডেল হবে এবং আমরা সেভাবেই কাজ করে যাচ্ছি; তাহলে তো আর কোন কথা চলে না।

এখন কথা হলো ছাত্র রাজনীতি না থাকলে ভালো রাজনীতিবিদ কীভাবে বেরিয়ে আসবে। তাই যদি হয়, রাজনীতিক উৎপাদনের জায়গা যদি বিশ্ববিদ্যালয় হয়, তবে একটা দুইটা পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় করে দেন যেখানে শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞান

পড়ানো হবে, রাজনীতি শিখানো হবে এবং তারা লেখাপড়ার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল করবে দেশের গ্রামগঞ্জ মাঠঘাট শিল্প কলকারখানা ক্ষেত-খামারে গিয়ে। অন্যায় অনিয়ম দেখলে প্রতিবাদ করবে মিটিং-মিছিল করবে তাদের সংগঠিত করে। কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে কোন মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে রাজনীতির পথে হাঁটবে তারা। রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে যাবে। দলও তাদের একাজে ব্যবহার করবে। তারা থাকবে এখনকার মতো রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন হয়ে। বের হবে একজন রাজনীতিকের সনদ হাতে নিয়ে। একজন শিক্ষার্থী যে সমাজবিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞান বা হোক সে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের, সে কেন রাজনীতির মাঠ গরম করা স্লোগান দিয়ে বেড়াতে যাবে কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে। সে প্রতিবাদ করবে মিটিং-মিছিল করবে তাদের দাবিদাওয়া পূরণের জন্য। লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত সুবিধা না পেলে, থাকা খাওয়া মানসম্মত না হলে শিক্ষকের অভাব হলে, তার ডিপার্টমেন্টে কোন দুর্নীতি হতে দেখলে সে প্রতিবাদ করবে। সামগ্রিকভাবেও প্রতিবাদে নামবে ক্যাম্পাসে কিন্তু সেটা কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে নয়; নামবে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে। এগুলো তার নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আর নেতা যিনি হবেন তার জন্য নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্র লাগবে না। যে কোন ক্যাম্পাস থেকে এমনকি মাঠঘাট থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনÑ নেতা যদি জনগণই দেশের মূল শক্তি হয়।

সারা দুনিয়ার মধ্যে মানসম্মত শিক্ষা যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকেন তেমন সব বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় আমরা নেই আগেই বলেছি। দেশের ভেতরেই বা আমরা কোথায় আছি। বেশি দিনের কথা না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় কোন একটা বিষয়ে ২ জন মাত্র পাস করেছিল। একেবারে গোড়ায় আসুন। এবছরের-ই গোড়ার দিকে বিশ্বব্যাংক এক প্রতিবেদনে বলেছে মানের দিক দিয়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা চার বছর পিছিয়ে আছে। এর মানে আমাদের শিশুরা প্রথম শ্রেণীতে, যা শেখার কথা তা শিখছে পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে। এতে ১১ বছরের স্কুলজীবনের ৪ বছরই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে লেখাপড়ায় আমরা কোথায় আছি। লেখাপড়ার মাঠে দলীয় রাজনীতির অন্তর্ভুক্তি এর জন্য দায়ী যেহেতু ছাত্র রাজনীতি দেশের দলীয় রাজনীতির অঙ্গসংগঠন। সেই অঙ্গসংগঠন এখন কোন পর্যায়ে গিয়ে উঠেছে তার সর্বশেষ উদাহরণ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের নিহত হওয়া। আবরার নিহত হয়েছে তার সহপাঠীদের হাতে। সহপাঠী কারা, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী। কারণ কী? সে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সমালোচনা করেছে। বহু প্রশ্নের জন্ম হয়েছে এখানে। এর ফলে দেশের সুধীজনও দুই রকম কথা বলছেন কেউ বলছেন ছাত্র রাজনীতি থাকতে হবে। কেউ বলছেন বন্ধ করা উচিত। কী হবে সেটা সময়ে দেখা যাবে।

শেষ করার আগে যে কথাটা বলতে চাই, কেউ এখনও নিশ্চয় ভুলে যাননি ৭/২৯Ñএর সড়ক দুর্ঘটনার ফলে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের নিরাপদ সড়কের দাবিতে করা সেই আন্দোলনের কথা। সে আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনতে সিনিয়র ছাত্ররা জুনিয়র ছাত্রদের পিটায়ে জখম করবে এটা আমরা অনেকে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে চাইনি। ধরে নিয়েছি এগুলো বখাটেদের কা- হবে। কিন্তু চমকে উঠেছি পত্রিকার পাতায় যে খবরটা দেখে সেটা ছিল এরকম, 'আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে চায় পুলিশ।' এ শিরোনামের ভেতরে ছিল 'শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতাসীন দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে রাখতে বলেছে পুলিশ সদর দফতর (প্রথম আলো, ৪ আগস্ট ২০১৮)। না, তারপরও আমরা বিশ্বাস করতে চাইনি বড়ভাইতুল্য সিনিয়র ছাত্ররা নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনরত ছোটভাইতুল্য ছাত্রদের পিটিয়েছে অথবা পুলিশের সহযোগী হয়ে একপক্ষ আরেক পক্ষকে বর্বরোচিতভাবে পিটিয়ে আহত করেছে। কিন্তু বিশ্বাস করতে না চাইলে কী হবেÑ এরপর সবাই দেখল ধানমি-র আওয়ামী লীগ অফিসে হামলা হলো, ভাংচুর হলো ধানমি- দুই নম্বর রোড জিগাতলা সাইন্সল্যাব ফুটওভার ব্রিজ এলাকায় সহিংসতা হলো। সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব যাদের সেই কর্তব্যরত পুলিশ বাহিনীর সামনে হেলমেট পরে সাংবাদিকদের পেটানো হলো। তারা কারা? এ প্রশ্নের কোন সুরাহা হয়নি আজও।

তাই বলতে চাচ্ছি অনেক হয়েছে, এবার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হোক।